HARD SF

আমার পায়ের তলায় সর্ষে, আর অনেকখানি হলুদ আকাশ। সেই আকাশে মেঘেরা যুদ্ধ করছে একে অপরের সাথে। সেই ঝড়েরা দল বেঁধে স্তর গঠন করেছে, মিশে যাচ্ছে একে অপরের সাথে দুই নদীর মত। এই ঝড়েদের সৃষ্টি মানুষের উদ্ভবের অনেক আগে, প্রত্যেক ১১.৯ বছরে তাদের সুযোগ আসে সূর্যের কাছাকাছি পৌঁছানো, পেরিহিলিয়ান গ্রীষ্মের মরশুমে। কোথাও যেন মানুষ এবং আকাশের জ্যোতিষ্করা মিলে যায় সময়ের পটভূমিতে। আমরা নিজেদের কক্ষে একাকি আবর্তন করি, কালেভদ্রে সুযোগ আসে অন্য কারুর কাছে আসার। আকাশের নটদের মত মানুষও একাকি। আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে থাকা ব্রাউন ডোয়ার্ফের মত জনসুমদ্রে হারানো ছায়াগুলো, গুনছি সময়ের কাঁটাদের।

কিন্তু সময়ের পথে আমাদের যে দাগ ফেলে যেতে মন চায়। সেই জন্যই যখন এই অপার্থিবজীবতত্ত্ববিদের (xenobiologist) সুযোগ হয় প্রথমবার এক জীববৈচিত্র্যকে প্রত্যক্ষ করার, আমি না বলতে পারিনি। যদিও, আমার এই অভিযানের পেছনে আছে ধনতন্ত্র এবং স্পেসট্রাভেল কমার্সিয়ালাইজেশনের এক গভীর অভিসন্ধি। যদিও আমার এখানে আসার পেছনে কারণ অন্য; আমায় তাড়া করছে অতীত।

অপটিক সেন্সরের ইনফ্রারেড মোডটা চালু করলাম। মাথার উপরে এগিয়ে আসছে এক অতিকায় শ্বেত গোলক। তার গায়ে হরিদ্রাভ আঁকিবুঁকি কেটেছে বিষম মহাকর্ষীয় প্রভাব, লক্ষ্য করলে দেখা যায় সমতল বরফের আস্তরণ থেকে বায়ুশূন্য মহাকাশের দিকে হাত তুলেছে অতিকায় পর্বতের সারি। আমি জানি ওই পাহাড়ের তলদেশে কি খেলা করে। কিন্তু আর বাকি মিশনগুলোর সঙ্গে আমারটার একটু পার্থক্য আছে। আমার লক্ষ্যবস্তু এই ইউরোপা নয়, ওই দূরের গ্যানিমিডও না। আমার ক্যামেরাগুলো নিবদ্ধ নিচে, বৃহস্পতির উপরে। ইনফ্রারেডে ধরা পরেছে অনেক আলো, পর্দায় সেই আলোর খেলা ফুটে উঠেছে নক্ষত্রমণ্ডলীর মত। কিন্তু তারাদের মত তাদের উৎস অতিকায় ফিউশন রিয়াক্টরে প্রাণ পাওয়া ফোটনেরা নয়, তার উৎস জৈবরাসায়নিক সাজসরঞ্জাম।

ইউরোপার গ্রহণ শুরু হয়েছে বৃহস্পতির চোখের উপরে। সেই অন্ধকারে আরও পরিস্ফুট এই জৈব নক্ষত্ররা। একশো বছর আগে পায়োনিয়ারের তোলা ওই ফোটোগুলো মিথ্যা বলেনি। পরবর্তীকালে জুনোর তোলা ছবিগুলো কাটিয়েছে আমাদের ধন্দ, পাঠিয়েছে আমায় এখানে। আমরা একা ছিলাম না সৌরজগতে। কিন্তু কারা বানিয়েছে ঘরবাড়ি গ্যাস দানবের গায়ে?

আমার অরবিটে থাকা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম বাদে আমার ব্যক্তিগত সামগ্রী খুবই সামান্য। কেন্দ্রের রিসাইক্লারের সামনে যে ছোট্ট কুঠুরিতে আমার ভাঁজ করা বিছানা, তার পাশের দেওয়ালে লাগানো কিছু ছবি। একটা হাঁসুলী বাঁকের শুকনো খাতের, একটা রাতের কলকাতার ফাঁকা রাস্তা এবং স্ট্রিট লাইটের খেলার, আরেকটা বকখালির সিমেন্ট বাঁধানো দেওয়াল-তটে হওয়া সূর্যাস্তের। এর মধ্যে সূর্যাস্তের ছবিটা আমার সবথেকে প্রিয়। কারণ, ছবিটা কেবল অস্তমিত সূর্যের আলোখেলার নয়, ছবিটা দুই মানুষের। বেগুনি-রক্তিম রঙের ক্যানভাসের সামনে তাদের অন্ধকার কায়ারা ছায়ার মত দাঁড়িয়ে, একে অপরকে ছুঁয়ে। একজনের চুল ছোট করে কাটা, পড়নে তার সম্ভবত শর্ট প্যান্ট আর গোল গোলা গেঞ্জি। আরেকজন পড়ে আছে চুড়িদার। সেই চুড়িদারের ওড়না হাল্কা উড়ছে সন্ধার বাতাসে।

একটা চিনচিনে ব্যাথার জন্ম হল বুকের খাঁচার ভেতরে। দেওয়ালে ঝোলানো বায়োমনিটারে ধরা দিল আমার হটাত উঠে যাওয়া রক্তচাপ এবং মন্দীভূত হৃদস্পন্দন। বুকের ভেতরে যন্ত্রটা নিয়মিত রক্তসঞ্চালন করে চলেছে ঠিকই, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটেছে পৃথিবী ছাড়ার আগেই। মৃত্যু হয়েছে আমার ভালবাসার। আমার, আমাদের না। নাহলে সে অপেক্ষা করত আমার জন্য, আইনের এবং সমাজের চাপে নত হয়ে বসতো না বিয়ের পিঁড়িতে। আর আমি? আমি পালিয়ে গেছি তার থেকে, ছেড়েছি গ্রহের সীমানাও। সহ্য করতে পারিনি ওই নীল গ্রহকে, যার প্রত্যেক অক্সিজেন অণু জানে ওর ফুসফুসের কাঠামো। না-মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে এই স্বয়ংক্রিয় জাহাজের একমাত্র অভিযাত্রী হয়েছি আমি। সাইকোলজিক্যাল ইভালুয়েশনের সময় আমায় অনেক প্রশ্ন করা হয়েছিল। উৎরে গেছিলাম সেই বাধা স্বচ্ছন্দে, পৃথিবীর অভিকর্ষ ছিঁড়ে বেড়িয়ে যেভাবে মহাকাশে সৌরপালগুলো মেলেছে আমার এই জাহাজ। পিছুটান নেই আমার। স্মৃতিরা আছে কেবল।

আমার বায়ো রিডিঙের পরিবর্তন বুঝতে পেরে জেগে উঠলো জাহাজের এআই, জিজ্ঞেস করল, "মিস নির্মলা মৈত্র, আপনার কি বিশ্রামের প্রয়োজন? আমায় যদি বলেন তো ক্যামেরায় সব ঘটনাগুলো রেকর্ড করে রাখছি।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জটিল গণনা করে এক মহাকাশযানকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে তার গন্তব্যে, ন্যানোটেককে কাজে লাগিয়ে এক বছরের মধ্যে খাড়া করতে পারে শহরঘেরা সমুদ্রপ্রাচীর, ফলাতে পারে শস্য ঝুলন্ত উদ্যানে, কোয়ান্টাম ক্রমোডাইনামিক্সও সমাধান করতে পারে। কিন্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আর পারেনা বলেই ভালবাসার সংজ্ঞাও জানে না। আমার চোখ আবার গেল ফটোটায়।

বকখালির সূর্যাস্তের প্রেক্ষাপটের দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে – একজন আমি, যে কামিয়ে ফেলেছে তার বাটিছাঁট চুলও মহাকাশে যাওয়ার জন্য। আরেকজন রমিতা, রমিতা নায়ার, এখন রমিতা মৈত্র। না, আমাদের পদবীর মিল থাকলেও সে আমার কেউ না, আমার পরিবারের একজন হয়েও না। রক্ত সম্পর্ক তৈরি করে, বন্ধন নয়। আর যে মিথ্যে বন্ধনে আমি নিজেকে জরিয়েছি, সেই বন্ধন ছিঁড়ে বেরনোর শক্তি নেই আমার।

দাদাকে কি করে বলব আমি যে বউদিকে আমি ভালবেসেছি বিগত সাত বছর ধরে?

মহাকাশ নীরব দর্শক; আমার চোখের জল বিন্দু হয়ে ভেসে রইল পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারশূন্য বাতাসে।

ANTONYM

SOFT SF

তুষারধবল গিরিখাতের মধ্যে রণসঙ্গীত বাজিয়ে চলেছে তীব্র ঝঞ্ঝা – তার তীক্ষ্ণ শৈত্য দাঁত বসাচ্ছে পাথরের আড়ালে লুকানো গুহার মধ্যেও। দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছিল না লামেচ্‌ের। বাইরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গেছে বহুক্ষণ আগেই। এই ঝঞ্ঝা যে কেবল ঝঞ্ঝা নয়, রাক্ষুসীর রূপ ধারণ করেছে - প্রত্যেক বরফের ছাঁট যেন তার তীক্ষ্ণ নখদাঁত। আড়চোখে একবার গুহার ভেতরে তাকালো সে। অন্ধকারের মধ্যেও তার পরিষ্কার দৃষ্টিতে ধরা দিলো এক গুহাচিএ – মানুষ বনাম দানবের। সেই চতুষ্পদ বনাম দ্বিপদের যুদ্ধের নিচে ইয়াকের ছাল গায়ে জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে বেটনাস, লামেচ্‌ের সহধর্মিনী, তাদের একমাত্র ছেলেকে জড়িয়ে।

বাইরের শৈত্য তার ভ্রু পর্যন্ত জমিয়ে দিয়েছে, তবুও সে দেহের শেষ উত্তাপটুকু নিয়ে লড়াই করছে জীবনের, কোলের সন্তানকে রক্ষা করতে। কিন্তু, নিচের সবুজে মোড়া উপত্যকা ছেড়ে তারা এই ভয়াল তুষারঢাকা উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছে কেন?

ঝঞ্ঝা একটু হয়তো কমেছে, সেই সুযোগে বাইরে একটু মুখ বাড়ালো লামেচ্‌। তাদের পুরো উপত্যকা দেখা যাচ্ছে গুহামুখ থেকে পাখির চোখে। পাহাড় বেয়ে নামা স্বচ্ছতোয়া রক্তবর্ণ ধারণ করেছে নিচের উপত্যকায় নেমে। খরস্রোতা নদীর ধারে পড়ে কেবল এক দীর্ঘস্থায়ী হত্যালীলার চিহ্ন। ম্যামথ, ছুরিদন্ত বাঘ, বাইসন এবং লোমশ গন্ডারের লাশের স্তুপের মাঝে বিরাজ করছে এক শ্মশানের নিস্তব্ধতা। রক্তের ছিটে লাগা ঘাস দুলছে মৃদু হওয়ায়। সেই বাতাস উঠছে পাহাড়ের উপর, দিনের উত্তাপ কমার সাথে সাথে। সেই বাতাসে ভেসে আসছে রক্তলোলুপ বিজয়োল্লাস – শ্মশানের একমাত্র শব্দ। আফ্রিকার দিগন্তবিস্তীর্ণ মরু পেরিয়ে এই জায়গায় আস্তানা গেড়েছে ওগুলো; পদচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছে কেবল মৃত্যুকে। লামেচ্‌ের গোটা গোষ্ঠীকে কচুকাটা করেছে ওগুলো রাতের অন্ধকারে।

"মানুষ," লামেচ্‌ের দাঁত ওর অজান্তেই রাগে কিড়মিড় করে উঠলো, এবং ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো তার স্ত্রী এবং সন্তানকে – পৃথিবীর শেষ পরিবার, যাদের ধমনীতে এখনো অর্ধেক হলেও নিয়েন্ডারথালের রক্ত বইছে।

এই গিরিখাত দুর্গম, লামেচ্‌ের গোষ্ঠী ভুলেও পা দিত না এখানে। কিন্তু তারা প্রাণের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছে। দেবতার আরাধ্য আলয়ে যে তাদের প্রবেশাধিকার নেই! যুগ-যুগ ধরে বংশপরম্পরায় শ্রুত দুর্বোধ্য নাম লামেচ্‌ উচ্চারণ করলো, "অলিমপস।"

কে বা কারা করেছিল এই নামকরণ সে জানে না। কেবল জানে, এবং মানে স্থানমাহাত্ম্য – তাঁরা আছেন, তাঁরা শোনেন, তাঁরা গড়েন, আবার লালফুল দিয়ে সৃষ্টি ধ্বংসও করেন। বাতাসে ঝড় ওঠে, নদীতে বান আসে তাদের অঙ্গুলিহেলনে। দীর্ঘকায় মূর্তিরা পর্বতের মাথায় তাদের অতিকায় স্থাপত্যশৈলীর ধারে এসে যখন নিচে দৃষ্টি দেন, তখন তাদের ছায়াকে মেঘ বলে ভ্রম হয়। স্থাপত্যশৈলীটি একটি যান। নক্ষত্ররাজির মধ্যে যাঁদের আদি আবাস, তাঁদের নক্ষত্রকে কাছে পাওয়ার যান লাগবে না? তাঁরা অনেক নামে পরিচিত, কিন্তু একসঙ্গে তাঁরা পরিচিতি একটাই নামে - 'ঈশ্বর'।

লামেচ্‌ের গোষ্ঠীতে পুরুষানুক্রমে ধরে চলে আসছে এক অলীক প্রবাদ। অনেক-অনেক চাঁদ আগে আকাশ আলো করে দেবযান নেমেছিল পর্বতচূড়ায়। তখন মানুষ আসেনি, তখন কেউই আসেনি। তখন পৃথিবী নেই। দিনটা ছিল সৃষ্টির প্রথম দিন, আর ঈশ্বরের যে এক দিন যে নশ্বরমাত্রায় একশ' কোটি বছর!

পৃথিবীর সৃষ্টি ঈশ্বরের দ্বিতীয় দিনে, কারণজলের মধ্যে জেগে উঠল ভূমি - সেই ভূমির নাম পৃথিবী। তাঁরা উদ্ভিদের জন্ম দিলেন সৃষ্টির তৃতীয় দিনে। সেই বৃক্ষরাজির মাঝে চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে বসতি স্থাপন করল জল থেকে ডাঙায় আসা মাছ, পাখনা তাদের রূপান্তরিত হয়েছে বলশালী নখর পায়ে।

আর ষষ্ঠ দিনে? লামেচ্‌ নিজের কবজি চেপে ধরল। তার ধমনিতেও যে বইছে সেই রক্ত, স্বর্গের বাগান থেকে বিতাড়িত প্রথম মানুষদের – আদম এবং ইভের!

লামেচ্‌ের মনে পড়লো বেশ কিছুদিন আগে উপত্যকায় ভেসে আসা বাক্যালাপ। যদিও তাকে গর্জন বলাই বেশি শ্রেয়। গোটা উপত্যকা ধুয়ে গেছিলো সেই গর্জনে। দেবভাষা বোঝেনি লামেচ্‌, কিন্তু ডাকিনি ওঝা মাঠের মধ্যে নেচেকুঁদে গোটা গায়ে কাদা মেখে বিড়বিড় করে বলেছিল, "দেবতার গ্রাস লাগবে এখানে। সাধু সাবধান।"

দেবতার গ্রাস লেগেছে বটে, কিন্তু তা মানুষের হাত ধরে। তাও, লামেচ্‌ের চিন্তাভাবনায় বিঘ্ন ঘটলো, বাইরে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, ও উৎস সন্ধানে উপরের দিকে মুখ করে তাকালো। ভ্রু কোঁচকানো চোখে ওর নজর গেল গিরিখাতের দিকে; বহু উঁচু থেকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তাদেরই দিকে দ্বিপদ কি যেন একটা নামছে।

"মানুষ?" পাথরের বর্শা বাগিয়ে ধরলো ও অজানা আশঙ্কায়। কিন্তু আরেকটা জিনিস নজরে আসায় অবশ হাত থেকে বর্শা মাটিতে পড়ে গেল।

মানুষ নয় ওটা, মানুষ অত বিরাটাকার হয় না; মানুষের বশে যে লালফুল থাকে না!

ছুটছে...ছুটছে সে। বিপুল পরিমাণ বরফ শুন্যে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে তার প্রতি অতি দ্রুত পদক্ষেপে। হাতে দাউদাউ করে জ্বলছে এক মশাল, এবং পকেটে দুটো চকমকি। বুকে শঙ্কা, কিন্তু মুখে হাসি তার। থাকবে না কেন? পৃথিবীর প্রথম বিদ্রোহী যে সে!

~

"না, কোনো ভাবেই না!" দেবরাজের বজ্রসম গলার দাপটে কুঁকড়ে গেলেও পিছু হটল না ও। কিছুটা মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু কেন রাজন?"

স্বর্গের রাজসভার থাম কেঁপে উঠলো দেবরাজের উত্তরে, "কেন জানতে চাও? আফ্রিকায় বাগান বানিয়ে সযত্নে রেখেছিলাম ওদের। কিন্তু না! সেই সুখ সহ্য হল না ওদের। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে লজ্জানিবারণের জন্য সেই ইডেনে প্রথম বধ করল ওরা, এক নিষ্পাপ হরিণকে। আমার সর্বোত্তম সৃষ্টিই শেষে শোণিতের দাগ লাগাল আমার স্বর্গোদ্যানে। ওদের তিন ছেলে - কেন্‌, সেথ্‌ এবং অ্যাবেল্‌ তো সেই পাপেরই ফসল। কয়েকশো জনু পর তাদের বিশাল দল বেরিয়ে পড়ল আফ্রিকা থেকে, পেছনে ফেলে গেল কেবলই মৃত্যু। উত্তরের গভীর জঙ্গল শুকিয়ে মরু বানিয়ে দিলাম। সেই কান্তার ভুমির বাধাও আটকাতে পারলো তাদের পঙ্গপালের মত যাত্রাকে!"

রাগে কপালের রগ ফুলে উঠলেও দেবরাজের গলায় তখন গ্লানি এবং অনুশোচনার চিহ্ন।

"প্রমিথ," তিনি জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন ওর দিকে, "এতো সব কিছুর পরও কেন তুমি ওদেরকে এই শক্তি দিতে চাও?"

দেবরাজের নরম স্বর শক্তি দিল তার বুকে। কিছুটা এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে সে বলল, "প্রভু, কারণ কিছু মানুষের প্রাপ্য এই শক্তি। তারা যে বাকিদের মত হিংসাতাড়িত নয়, তারা এখনো চিন্তা করে আত্মিক শুদ্ধির। মেতসুহেল্লার মত লোকই তার সবথেকে বড় প্রমাণ।"

ANTONYM

"একজনকে দিয়ে গোটা জাতের বিচার হয়না। আর তাছাড়া, যে প্রাণীর সৃষ্টিই এমন ধ্বংসাত্মক, তার হাতে এমন শক্তি তুলে দেওয়া চরম নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। আমি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য মানুষের আগে বেশ কিছু প্রায়-মানুষ তৈরি করেছিলাম। তারা তাদের ভাই নয়, ক্রীতদাস বা পশু হিসেবে বরণ করেছে। শুরু করেছিল পাঁচটা জাতি একসাথে, পৃথিবীর পাঁচ প্রান্তে, পাঁচ ইডেনে। এখন পড়ে কেবল এক। নিচের উপত্যকাতেই হত্যালীলা চালিয়েছে তারা, জবাই করেছে প্রায় সবাইকে।"

"প্রায়?" সে জিজ্ঞাসা না করে পারলো না।

"এক সঙ্কর পরিবার বেঁচে গিয়েছিল নদীর এপাশে থাকায়। রাতে অন্ধকারে তারা পালিয়ে এসে তারা আস্তানা গেড়েছে এক গুহায়, আমাদের পায়ের নিচে। প্রমিথ, আমি জানি তুমি মানুষদেরকে বিবর্তনের শেষ সীমায় নিয়ে যেতে চাও। কিন্তু মনে রেখো, এমন কোনও অবিমৃষ্যকারিতার কাজ করোনা যাতে আমাকে ডোরাকে ঐ মরণবাক্স হাতে মর্তে পাঠাতে বাধ্য হতে হয়।"

"কিন্তু..." শেষ চেষ্টা করল সে।

"প্রমিথ, অগ্নিসহায় না পেয়েও ওরা আমাকে মানে না। আগুন পেলে ওরা আরও চাইবে। আগুন, বাষ্প, পারমানবিকতা, সৃষ্টিকণা, অবস্তু - লোভ, অসীম শক্তির লোভ ওদের মজ্জাগত হয়ে যাবে। ভুলে যাবে এই ফিকে নীল বিন্দুই ওদের একমাত্র আবাস। মানুষ তখন যে দুনিয়ার বার হয়ে যাবে। মহাবিশ্বের বিষ আমরা বয়ে চলেছি। সেই বিষের ভুল আমার সন্তানের হাতে তুলে দিই কি করে? অভিব্যক্তি যে কেবলই বিপর্যয় ডেকে আনে!"

~

অলিমপসেও রাত্রি ঘনাল। দীর্ঘ দিনের পর সব দেবতাই তাঁদের ক্লান্ত শরীরকে বিশ্রাম দিতে নিজেদের প্রাসাদে গেছেন, নিস্তব্ধ রাজসভার মাঝে কেবল জ্বলছে অনন্ত জ্যোতি। সেই নীলচে আগুন মর্তের আর বাকি সব আগুনের থেকে ভিন্ন, কারণ তার জন্ম কাঠ নয়, এক অতি দুর্মূল্য মণি থেকে। বৈদূর্যের চেয়েও সপ্রভ সেই মণি পার্থিব নয়, তার জন্ম আকাশগঙ্গার কোন এক স্থানে, যেখানে শঙ্কু আকৃতির উজ্জ্বল বিবিধ বর্ণের ধূলিকণাপুঞ্জ মহাকর্ষের সাহায্যে সৃষ্টি করে চলেছে নক্ষত্রের। সেই আঁতুড়ঘর থেকে পাওয়া এই মণি এক অবস্তু, এবং দেবযানের শক্তি উৎসও বটে!

ক্ষণকালের জন্য মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেছিল প্রমিথ। এই যুগসন্ধিক্ষণে তার কাজ ইতিহাস পাল্টাতে চলেছে। ইতিহাসে লেখা থাকবে তার নাম। সে বিপ্লবী।

শিকারি বেড়ালের মত সে এগোল আগুনের দিকে, তার সতর্ক পদশব্দ একফোঁটা নিঃশ্বাস ফেলল না বাতাসে; হাতের কাঠ কেবল রূপান্তরিত হল মশালে। মশাল নিয়ে বাইরে বেরোতেই তীব্রসুরে বেজে উঠল বিপদঘণ্টা। তার চুরি যে আর গোপন নেই! পায়ের গতি বাড়াল প্রমিথ, পেছনে তার অনেকগুলো ক্রমঅগ্রসরমান পদশব্দ।

তারপর? তুষারঝঞ্ঝায় তার ত্রস্ত পায়ের পদস্খলন। কিছু বোঝার আগেই এক গিরিখাতে গড়িয়ে পড়ে গেল সে।

তার জ্ঞান ফিরল এক গুহার মধ্যে, মাথার পাশে বসে দুজোড়া চিন্তিত মুখ। মানুষ? না মানুষ নয় তারা। শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত পুরুষ মুখটি তারই পরিচায়ক। কিন্তু তাও, প্রমিথিউস ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস না করে পারলো না, "তোমরা তো পুরোপুরি নিয়েন্ডারথালও নও!"

লামেচ্ সদ্য জ্ঞান ফিরে আসা দৈত্যের মুখে এমন অবাক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে ধীরে ধীরে বলল, "আপনি সেটা জানলেন কি করে? সত্যি আমার বংশের আদিপুরুষ এক মানব। কিন্তু কেন, মানে আমাদের আদিপুরুষের কথা তো আপনার জানার কথা নয়!"

দৈত্য স্মিত হাসল, "তিনি আছেন, তিনি সব কিছুরই খোঁজ রাখেন। তোমরা তো তাঁরই সন্তান,আর সন্তানের খোঁজ, তা সে যতই বিপথগামী হোক না কেন, একজন পিতা রাখবেন না? তোমাদের রক্তে সেই ইতিহাস বইছে। আর··· এর রক্তেও," বলে ঘুমন্ত শিশুটির দিকে একবার দেখল।

"আপনি কে?" বেটেনাস জিজ্ঞেস করল।

উত্তর না দিয়ে প্রমিথিউস বিড়বিড় করে বলল, "ধ্বংস তো আসছে। ধ্বংস যে অবশ্যম্ভাবী। সেই মহাপ্লাবনের হাত থেকে পরিত্রাণ কে দেবে?"

"কি বলতে চাইছেন আপনি?" প্রমিথিউসের স্বগতোক্তি শুনে লামেচের প্রশ্নে কেবল উত্তেজনাই ঝরে পড়ল।

"এই বরফের পাহাড় পেরিয়ে বহু উত্তরে আছে এক বরফের প্রাকার ঘেরা হ্রদ। উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই প্রাকারের বেধ কমছে, কমবে। সময় এলে একদিন ভেসে যাবে সৃষ্টি। নিস্তার পাবে না কেউ - না মানুষ, না পশু। দেবতার গ্রাস লাগবে বিশ্ব চরাচরে।"

"আপনি অলিমপস থেকে এসেছেন তাই না, আমাদের বিপদ অনুভব করে?"

প্রমিথিউস বলতে পারলো না সে ফেরারি, বলতে পারলো না তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে গোটা দেবসেনাবাহিনী। তাদের সঙ্গে তার দেখা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। হয়তো বলতো, কিন্তু তার আগেই গুহার মুখে সবার চোখ প্রায় অন্ধ করে এক বাজ পড়ল। চোখ ধাঁধানো আলোর মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী দেখল দৈত্যর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে, ঠোঁট কাঁপছে, শুকনো গলা বেয়ে নামছে কেবল একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি, "ওরা··· ওরা জানে আমি এখানে। আমাকে পালাতে হবে, পালাতেই হবে।"

লাফিয়ে উঠে গুহা থেকে মুখ বাড়িয়ে পরিপার্শ্ব দেখল দৈত্য। ঝড় থেমে গেছে, বাইরে কেবল বিরাজ করছে এক থমথমে নিস্তব্ধতা। উপর দিকে তাকাল সে। তাকিয়ে তার আধগেলা ঢোঁক গলার মাঝেই আটকে গেল। খাড়া ঢাল ধরে শুরু হওয়া খাদের উপরে দাঁড়িয়ে সার সার দীর্ঘাকার মূর্তি - তাদের একজনের হাতে ভীষণ ত্রিশূল, আরেকজনের মুষ্টিতে জ্বলন্ত বজ্র।

"এটা রাখো," হতচকিত লামেচের হাতে সে গুঁজে দিল নিভে যাওয়া কাঠকয়লার টুকরো এবং একজোড়া চকমকি পাথর।

"এগুলো কি?"

"আগুন...লালফুলকে পায়ের ভৃত্য করার সরঞ্জাম।"

"কিন্তু··· আপনি...কেন?" অবরুদ্ধ গলায় লামেচ্ জিজ্ঞাসা করল।

ANTONYM

“বলতে পারো উপহার,” লামেচ্‌ের কাঁধে হাত দিয়ে প্রমিথিউস বলল। স্নেহপরবশতঃ ঘুমন্ত শিশুটির কপালে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কি নাম এর?”

বেটেনাসের উত্তর তার বোধগম্য হল না, জিজ্ঞেস করল আবার, “কি বললে? নায়া?”

“নোয়া,” নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে লামেচ্‌ হাসল, “আপনার আশীর্বাদ যেন ওর সঙ্গে থাকে।”
“সর্বদা থাকবে। দেখে নিয়ো, এ ছেলে বড় হয়ে একদিন সবাইকে বাঁচাবে। তাই··· বিদায় নিলাম। পালাতে হবে।”

দৈত্যর বিশাল চেহারা বাইরে মিলিয়ে যাওয়ার পর বেটেনাস লামেচ্‌কে জিজ্ঞেস করল, “কি ছিল এটা, যা আমাদের সাথে ঘটল?”

দু’বারের চেষ্টায় পাথর থেকে বেরনো স্ফুলিঙ্গের দিকে তাকিয়ে লামেচ্‌ বলল, “ঘুরে দাঁড়ানোর এক পথ।”

ANTONYM

HORROR-THRILLER

গঞ্জের রাস্তায় নরবুকে দেখতে পেয়ে পাকড়াও করলেন জয়ন্ত, "জঙ্গলে কি আছে?"

পালানোর চেষ্টা করলেও জয়ন্তের মিলিটারী প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত সাঁড়াশির মতো পাঞ্জা থেকে ছাড়া পেতে ব্যর্থ হয়ে করুণ চোখে বলল নরবু, "আমি জানি না বাবু। আমি গরিব মানুষ।"

"বলবে কি?"

"বাবু, পিছনের জঙ্গলটা অপয়া। গ্রেগ ম্যাকেঞ্জি সাহেবের মেয়েকে ঐ জঙ্গলে ১৯৪৬ সালে কে যেন তুলে নিয়ে যায়। মাসখানেক পরে তার দেহ আমাদের গ্রামের আবর্জনা স্তুপে পাওয়া যায়। যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটাকে আঘাত দিয়ে বা বিষপ্রয়োগে মারা হয়নি। মেয়েটা মারা গেছিল বিস্ফোরিত চোখে, প্রচন্ড ভয়ে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে। তারপর আমি নিজেও দেখেছি একটা লোককে, স্যুটবুট পরে জঙ্গলে একা ঘুরে বেড়াতে। আমাদের গ্রামের স্-সব বাচ্চাদেরই ঐ বনে যাওয়া বাড়ণ। তবে আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। ও কেবল বাচ্চাদেরই নেয়, আর আপনারা তো দুজন বুড়োবুড়ি!"

"লোকটাকে দেখতে কেমন?" প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে নরবুর জামার কলার চেপে ধরল জয়ন্ত। কোনক্রমে নিজেকে ছাড়াতে সক্ষম হল নরবু, "লোকটার মুখ থাকলেও মুখ নেই বাবু, কেউ যেন স্লেটে কাপড় বুলিয়ে পরিস্কার করে দিয়ে গেছে। লোকটার নাক-মুখ-চোখ-কান, কিচ্ছু নেই। কেবল এক আবয়ব চেপে আছে ঘাড়ের উপর।"

"নরবু, আমাদের সঙ্গে আমার নাতনি আছে, ঐ লোকটা ওকে টফি দিয়েছে।"

এবার নরবুকেও আতঙ্কিত দেখাল, "কারশিয়াং এখান থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর, আপনি আর আপনার নাতনি মোড়া চালিয়ে সন্ধ্যের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবেন। গিন্নীমা নিরাপদ থাকবেন বাড়িতে একা।"

"কেন তোমাদের গাড়ি-টাড়ি কিছু নেই?"

"সাপ্লাই ট্রাক না আসা পর্যন্ত গোটা গঞ্জে এক ফোঁটা পেট্রোলও নেই। পুরো নির্জল...," বলে নিজের সরু চোখ আরও সরু করল নরবু, "ঘোড়াটা কোথায় বাবু?"

"গতরাতে কেউ সেটাকে একটানে দু-টুকরো করে দিয়ে গেছে। তোমরা কেউ আমার ফুটফুটে নাতনিটাকে একটা রাতের জন্য..... "

"না বাবু! আমাদের প্রাণের মায়া বড্ড বেশি। শুধু আমি কেন? গোটা গঞ্জের কেউ আপনার নাতনিকে রাখবে না নিজের কাছে আজকের রাতে।" বলে নিজের গলায় ঝোলানো ক্রসটা কাঁপতে থাকা জয়ন্তের হাতে গুঁজে দিল নরবু, "ভগবান খ্রিষ্টকে স্মরণে রাখুন, বাঁচালে তিনিই বাঁচাবেন।"

রাতে রিমাকে অবাক করে জিনিয়াকে নিজের মাঝে নিয়ে শুলেন জয়ন্ত, ঘুম আসবে না তাঁর তিনি জানেন। ভয় তিনি প্রচন্ড পাচ্ছেন, তবে তা নিজের জন্য নয়, নাতনির জন্য। ফুলের মতো ফুটফুটে নাতনিকে তিনি নিতে দেবেন না ঐ লোকটাকে, কোনমতেই না। রাতের প্রত্যেক প্রহর অসম্ভব রকমের দীর্ঘ বোধ হতে লাগলো জয়ন্তর। দূরের জঙ্গল থেকে যেন এক শব্দ আসছে, চামড়ার জুতো পড়ে পথ চলার মশমশ শব্দ। সেই শব্দ কি খুব কাছে? নাকি বহু দূরে? ঘেমে চান করে যাওয়া জয়ন্তের অভিজ্ঞ কানও তা বুঝে উঠতে পারছিল না।

"দমাস," ড্রয়িংরুমের গ্রান্ডফাদার ক্লকে মধ্যরাত বাজতেই জয়ন্ত শুনলেন যেন এক মত্ত হাতি প্রচন্ড জোরে এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলল সদর দরজা। সেই সঙ্গে ভেসে এল বাড়ি কাঁপানো পৈশাচিক হাসি! রিমাও ওর পাশে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। ছোট্ট জিনিয়া আঁকড়ে ধরল জয়ন্তের হাত, "দাদু,আমার ভয় করছে, কাকুটা যে হাসছে। কাকুটা হাসছে কেন?"

জয়ন্ত স্পষ্ট দেখতে পেলেন তাদের বেডরুমের সামনের দরজায় একটা ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে, এক দীর্ঘকায় একহারা গড়নের লোকের ছায়া। তারপরই সশব্দে ফেটে গেল করিডোরের ডিম লাইটটা। নিজের চারপাশে এলোপাথাড়ি ক্রশটা খুঁজছিলেন জয়ন্ত। পেলেন না। ব্যাঙ্গভরা হাসির শব্দ শুনে আতঙ্কিত চোখে দেখলেন ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে তাদের দিকে স্যুট পড়া এক অমানবিক হাত এগোচ্ছে, সেই হাতে ঝোলানো তাঁকে দেওয়া নরবুর ক্রুশ!

তিনগুন ভাড়া দিয়ে বাগডোগরা থেকে গঞ্জটিতে যাওয়ার গাড়ি ভাড়া করে যখন নীলাদ্রি মাঝদুপুরে বাংলোর সামনে পৌঁছালো তখন সেখানে রীতিমতো জটলা জমে গেছে। তাঁকে নামতে দেখে একজন নেপালি গঠনের লোক এগিয়ে এসে বলল, "আমি নরবু। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি জয়ন্তবাবুর ছেলে। পুলিশে খবর পাঠিয়েছি, তাদের আসতে আসতে দিন পেরিয়ে যাবে, তাই আপনার অনুমতি নিয়েই সদর দরজা ভাঙব আমরা।"

"কেন ...কি...কি...হয়েছে?"

"এক রোগা লোকটাকে কালকে গোটাদিন বাংলোর চারপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে,তার উপর বাবুকে গতকাল খুব বিপদগ্রস্ত লাগছিল। তাই..." নরবুর কথা কিছুটা অসংলগ্ন লাগল নীলাদ্রির।

"তাই করো নরবু," নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল নীলাদ্রির।

দড়াম শব্দে দরজা ভেঙে নরবু নিজেই চমকে উঠল। গোটা বাড়িতে যেন ঝড় বয়ে গেছে; স্থানে স্থানে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা তরল। পেশায় ঐতিহাসিক হয়েও বস্তুটা কি তা ঝুঁকে পড়ে নিরীক্ষণ করে নীলাদ্রি বুঝতে পারলেন। জিনিসটা রক্ত জাতীয় দেহজ তরল, যদিও তার রঙ সবুজ!

ANONYM

বসার ঘরের খিলানে জমি থেকে বারো ফুট উপরে অস্বাভাবিক ভাবে বিশ্রী কোণ সৃষ্টি করে আটকে রিমাদেবীর ঝুলন্ত দেহ। শোওয়ার ঘরে নিজের বাবাকে উলটানো খাটের পাশে মৃত অবস্থায় পরে থাকতে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না নীলাদ্রি; ধপ করে বসে পড়লেন কাঠের মেঝেতে। গোটা ঘরে যেন কুরুক্ষেত্র হয়েছে। প্রাক্তন সেনা অফিসার নিজের জীবনপণ করে লড়েছেন কিছুর সাথে নাতনীকে বাঁচানোর জন্য।

নরবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল জয়ন্তের ডান হাতের মুঠো করা পাঞ্জা। রাইগার মর্টিস সেট হয়ে যাওয়া হাত থেকে জিনিসটা বের করতে বেশ বেগ পেতে হল তাকে। নীলাদ্রির সামনে গিয়েতাঁকে জিনিসটা দেখালো নরবু।

একটা কাপড়, একটা কালো কোটের থেকে টান মেরে ছেঁড়া টুকরো। গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও জিনিয়ার কোন চিহ্ন পেল না কেউই! সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। জঙ্গলের সোঁদা রাস্তায় কিছু দিকভ্রষ্ট সন্ধানের সময় একটা চিহ্ন দেখতে পেয়েও জুতো দিয়ে সেটা মুছে দিল নরবু। দুজোড়া জুতোর ছাপ, যা পাশাপাশি সমান তালে এসে মিলিয়ে গেছে এক গভীর খাদের ধারের ঝুলন্ত পাথরের সামনে।

যেন, এক বাচ্চা মেয়ে ধীরপায়ে হেঁটে গেছে, এক অস্বাভাবিক বড় বুট পরা লোকের হাত ধরে।

ANTONYM